HSC
একাডেমিক কোর্স

যুক্তিবিদ্যা ২য় পত্র

অধ্যায়ঃ ০২ – যৌক্তিক বিভাগ

টপিক – ০১ যৌক্তিক সংজ্ঞার প্রাসঙ্গিকতা ও প্রকৃতি

আলোচিত বিষয়বস্তু

টপিক ০১: যৌক্তিক সংজ্ঞার প্রাসঙ্গিকতা ও প্রকৃতি
টপিক ০২: যৌক্তিক বিভাগের নিয়ামাবলি
টপিক ০৩: যৌক্তিক বিভাগের নিয়ম লঙ্ঘনজনিত অনুপপত্তিসমূহ
টপিক ০৪: দ্বিকোটিক বিভাগ
টপিক ০৫: যৌক্তিক বিভাগের সীমাবদ্ধতা
টপিক ০৬: বহুনির্বাচনী প্রশ্ন সমাধান
টপিক ০৭: সৃজনশীল প্রশ্ন সমাধান

টপিক ০১: যৌক্তিক সংজ্ঞার প্রাসঙ্গিকতা ও প্রকৃতি

This Topic is important for

MCQ	সৃজনশীল	
	ক	খ
	গ	ঘ

যৌক্তিক বিভাগের প্রাসঙ্গিকতা ও প্রকৃতি

যৌক্তিক বিভাগ অনুমানের একটি সহায়ক প্রক্রিয়া। অনুমানকে সঠিকভাবে জানতে ও বুঝতে হলে বিভাগ সম্মন্ধে সুস্পষ্ট ধারণা থাকা দরকার। আমরা যখন অবরোহ অনুমানের যুক্তি গঠন করি তখন একটি জাতি সংক্রান্ত জ্ঞানকে তার অন্তর্গত বিশেষ ব্যক্তি বা বস্তুর ক্ষেত্রে প্রয়োগ করি।

এক্ষেত্রে একটি জাতির অন্তর্গত কোন কোন উপজাতি আছে সে বিষয়ে সুস্পষ্ট ধারণা থাকা প্রয়োজন। অর্থাৎ সঠিকভাবে যুক্তি বা অনুমান প্রণয়নের ক্ষেত্রে একটি জাতি এবং তার অন্তর্গত উপজাতি ও ব্যক্তি বিশেষ সম্মন্ধে জ্ঞান থাকা প্রয়োজন। যৌক্তিক বিজ্ঞান সংক্রান্ত আলোচনার মাধ্যমে এ জ্ঞান পরিষ্কার হয়। তাই যুক্তিবিদ্যায় বিভাগ সংক্রান্ত আলোচনা খুবই প্রাসঙ্গিক।

কোনো একটি নীতি বা সূত্রের উপর ভিত্তি করে একটি জাতি বা উচ্চতর শ্রেণীকে তার অন্তর্গত উপজাতি বা নিম্নতর শ্রেণীসমূহের মধ্যে বিভক্ত করার প্রক্রিয়াকে যৌক্তিক বিভাগ বলে।

সংজ্ঞা যেমন একটি পদের জাত্যর্থকে বিশ্লেষণ করে, বিভাগও তেমন একটি পদের ব্যক্ত্যর্থকে বিশ্লেষণ করে। যৌক্তিক বিভাগ কোন জাতির অন্তর্গত ব্যক্তি বিশেষের গণনা নয়। যৌক্তিক বিভাগে সব সময়ই একটি বড় শ্রেণীকে তার অন্তর্গত ছোট ছোট শ্রেণীতে ভাগ করা হয়। কোন শ্রেণীকে তার অন্তর্গত ব্যক্তি বিশেষের মধ্যে ভাগ করা হয় না।

যৌক্তিক বিভাগের প্রাসঙ্গিকতা ও প্রকৃতি

যুক্তিবিদ কীন্স বলেন, “বিভাগ কথাটিকে সংজ্ঞায়িত করা যায় একটি প্রদত্ত পদের ব্যক্ত্যর্থের আওতায় অবস্থিত ক্ষুদ্রতর দলসমূহের বিন্যাসকরণ হিসেবে। একে আরও সংজ্ঞায়িত করা যায় একটি জাতিকে তার অন্তর্গত উপজাতিসমূহে পৃথককরণ হিসেবে।”

যুক্তিবিদ ফাউলার বলেন, "বিভাগে একটি পদের ব্যক্ত্যর্থ গণনার মাধ্যমে ব্যক্তি বিশেষের মধ্যে নয়, বরং পদ কর্তৃক নির্দেশিত ক্ষুদ্রতর দলসমূহের মধ্যে বিশ্লেষিত হয়। ক্ষুদ্রতর দল নির্দেশকারী পদকে বিভাজ্য পদের সাথে সম্পর্কের বিপরীতে বিভক্ত উপশ্রেণী বলা হয়।”

যৌক্তিক বিভাগ সব সময়ই একটি নীতি বা সূত্রের উপর নির্ভরশীল। একটি শ্রেণীকে বিভাগের সময় আমরা প্রথমে একটি গুণকে বেছে নেই। এ গুণটি যাদের মধ্যে বর্তমান তাদেরকে আমরা এক ভাগে ফেলি এবং যাদের মধ্যে বর্তমান নয় তাদেরকে অন্য ভাগে ফেলি। অনেক সময় আমাদের নির্বাচিত গুণটি বিভিন্ন মাত্রায় একটি শ্রেণীর মধ্যে বর্তমান থাকে। তখন গুণের মাত্রা বিচারে

শ্রেণীটিকে বিভিন্ন উপশ্রেণীতে ভাগ করা হয়। এভাবে যে গুণটির উপর ভিত্তি করে আমরা বিভাগ করি তাকে বিভাগের মূল সূত্র (Principle of Division) বলা হয়।

যৌক্তিক বিভাগের প্রাসঙ্গিকতা ও প্রকৃতি

মূলসূত্র অনুসারে যে জাতিকে তার অন্তর্গত উপজাতিসমূহে বিভক্ত করা হয় তাকে বিভাজ্য মূল (Divided Whole) এবং বিভাজ্যমূলকে যে সব উপজাতিকে বিভক্ত করা হয় তাদেরকে বিভাজক উপশ্রেণী (Divided Members) বলা হয়।

উদাহরণস্বরূপ, 'সততা' গুণটিকে বিভাগের সূত্র হিসেবে বিবেচনা করে আমরা মানুষ জাতিকে সৎ ও অ-সৎ উপজাতিতে ভাগ করি। আবার 'বাহুর মাপ'-এর উপর ভিত্তি করে আমরা ত্রিভুজকে সমবাহু, সমদ্বিবাহু ও বিসমবাহু উপজাতিতে ভাগ করি। তদ্রুপ, 'গায়ের বর্ণ'-কে বিভাগের সূত্র হিসেবে গণ্য করে মানুষ জাতিকে ফর্সা, শ্যামলা ও কালো মানুষে ভাগ করি।

এখানে উল্লেখযোগ্য যে, বিভাগের সূত্রের বিভিন্নতার ফলে একই শ্রেণীকে বিভিন্নভাবে ভাগ করা যায়। যেমন-একই মানুষ জাতিকে জ্ঞান সূত্রের ভিত্তিতে জ্ঞানী ও অ-জ্ঞানী, উচ্চতার ভিত্তিতে লম্বা, মধ্যম ও খাটো, শিক্ষার ভিত্তিতে শিক্ষিত ও অ-শিক্ষিত ইত্যাদি বিভিন্ন ভাগে ভাগ করা যায়।

THANK YOU

HSC
একাডেমিক কোর্স

যুক্তিবিদ্যা ২য় পত্র

অধ্যায়ঃ ০২ – যৌক্তিক বিভাগ

টপিক – ০২ যৌক্তিক বিভাগের নিয়ামাবলি

টপিক ০২: যৌক্তিক বিভাগের নিয়ামাবলি

This Topic is important for

MCQ	সৃজনশীল	
	ক	খ
	গ	ঘ

যৌক্তিক বিভাগের নিয়ামাবলি

যৌক্তিক বিভাগ নিম্নের নিয়মগুলোর উপর নির্ভরশীল। এ নিয়মগুলোর যে-কোন একটি লংঘন করলেই বিভাগ ত্রুটিপূর্ণ হয়ে উঠে।

প্রথম নিয়ম: যৌক্তিক বিভাগে সব সময় একটি জাতিবাচক পদকে বিভাগ করতে হবে, কোন ব্যক্তি বা বস্তুকে নয়।

যৌক্তিক বিভাগে একটি বড় জাতিকে তার অন্তর্গত ছোট ছোট উপজাতিতে ভাগ করা হয়। যেমন-মানুষ জাতিকে সৎ মানুষ ও অ-সৎ মানুষ এ দুই উপজাতিতে ভাগ করা হয়।

এ নিয়মটি লঙ্ঘন করে আমরা যদি কোন ব্যক্তি বা বস্তুকে তার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের মধ্যে কিংবা তার গুণসমূহের মধ্যে ভাগ করি, তাহলে যথাক্রমে অঙ্গগত বিভাগ অনুপপত্তি ও গুণগত বিভাগ অনুপপত্তির উৎপত্তি ঘটে। যেমন- একটি গাছকে তার মূল, কান্ড, ডাল, পাতা, ফুল, ফল ইত্যাদিতে ভাগ করা একটি অঙ্গগত বিভাগ। আবার, একটি আমকে তার বর্ণ, গন্ধ, স্বাদ, আকৃতি ইত্যাদিতে ভাগ করা একটি গুণগত বিভাগ। কত কি, চট দিক ি

যৌক্তিক বিভাগের নিয়ামাবলি

দ্বিতীয় নিয়ম : যৌক্তিক বিভাগে একই সময় একটিমাত্র বিভাগের মূল-সূত্র গ্রহণ করতে হবে। একটি বিভাগে মাত্র একটি মূল সূত্রের উপর নির্ভর করতে হবে। একাধিক মূল সূত্রের আশ্রয় নেয়া যাবে না। যেমন-'শিক্ষা' মূল সূত্রের উপর ভিত্তি করে মানুষ জাতিকে শিক্ষিত ও অ-শিক্ষিত উপজাতিতে ভাগ করা যায়।

এ নিয়মটি অমান্য করে একই বিভাগে একটির পরিবর্তে একাধিক মূল সূত্র গ্রহণ করলে বিভাগ ভ্রান্ত হবে। এরূপ বিভাগের নাম সংকর বিভাগ অনুপপত্তি। যেমন- মানুষকে সৎ, লম্বা ও ফর্সা নামক উপজাতিতে ভাগ করা। এখানে একই বিভাগে এক সাথে সততা, উচ্চতা ও বর্ণ এই তিনটি ভিন্ন সূত্রের আশ্রয় নেয়া হয়েছে।

যৌক্তিক বিভাগের নিয়ামাবলি

তৃতীয় নিয়ম : বিভক্ত উপজাতিগুলোর ব্যক্ত্যর্থ মিলিতভাবে বিভাজ্য জাতিটির ব্যক্ত্যর্থের সঙ্গে সমব্যাপক হতে হবে। একটি জাতিকে কয়েকটি উপজাতিতে ভাগ করার পর উপজাতিগুলোর মিলিত ব্যক্ত্যর্থ জাতিটির ব্যক্ত্যর্থের সঙ্গে সমান হতে হবে। যেমন- মানুষকে পুরুষ ও মহিলা উপজাতিতে ভাগ করলে পুরুষের সংখ্যা ও মহিলার সংখ্যা মিলিতভাবে মানুষের সংখ্যার সমান হবে।

এ নিয়মটি লঙ্ঘন করার ফলে যদি দেখা যায় যে, উপজাতিগুলোর মিলিত সংখ্যা জাতির সংখ্যার চেয়ে কম হয়েছে, তাহলে বিভাগটি ভ্রান্ত হবে। এরূপ বিভাগকে অব্যাপক বিভাগ অনুপপত্তি বলে। যেমন-ত্রিভুজকে সমবাহু ও সমদ্বিবাহু এ দু' ভাগে ভাগ করা। এখানে সমবাহু ও সমদ্বিবাহু ত্রিভুজের মিলিত সংখ্যা ত্রিভুজের সংখ্যা থেকে কম। আবার, যদি কোন বিভাগে দেখা যায় যে, উপজাতিগুলোর মিলিত সংখ্যা জাতির সংখ্যার চেয়ে বেশি হয়েছে, তাহলে বিভাগটি ভ্রান্ত হবে। এরূপ বিভাগকে অতিব্যাপক বিভাগ অনুপপত্তি বলে। যেমন- মানুষকে এশিয়বাসী, ইউরোপবাসী, আফ্রিকাবাসী, আমেরিকাবাসী, অস্ট্রেলিয়াবাসী ও বন মানুষে ভাগ করা। এখানে উপজাতিগুলোর মিলিত সংখ্যা জাতির সংখ্যার চেয়েও বেশি।

যৌক্তিক বিভাগের নিয়ামাবলি

চতুর্থ নিয়ম : যৌক্তিক বিভাগে উপজাতিগুলোকে পরস্পর বিচ্ছেদক হতে হবে যাতে এগুলো একে অপরের সাথে মিলেমিশে না যায়।

এ নিয়মটির তাৎপর্য এই যে, বিভক্ত উপজাতিগুলোকে এমন ধরনের হতে হবে যেন তাদের একটি অপরটি থেকে সম্পূর্ণ পৃথক হয় এবং একটি অপরটির মধ্যে ঢুকে না পড়ে। অর্থাৎ একই সদস্য যেন একাধিক উপজাতির মধ্যে থাকতে না পারে। যেমন- মানুষ জাতিকে ফর্সা, শ্যামলা ও কালো এ তিনটি উপজাতিতে বিভক্ত করলে উপজাতিগুলো পরস্পর বিচ্ছিন্ন হবে। এদের একটি অন্যটির সাথে মিলেমিশে যাবে না।

এ নিয়মটি অমান্য করার ফলে যদি দেখা যায় যে, উপজাতিগুলো একটির মধ্যে অন্যটি মিলেমিশে যাচ্ছে, তাহলে বিভাগ ভ্রান্ত হবে। এরূপ বিভাগের নাম পরস্পরাঙ্গী বিভাগ অনুপপত্তি। যেমন-মানুষকে সৎ, সুখী ও বিদ্বান এই তিন ভাগে ভাগ করা। এখানে উপজাতিগুলো পরস্পর বিচ্ছেদক নয়। যে মানুষ সৎ, সে সুখীও হতে পারে, আবার বিদ্বানও হতে পারে। সুতরাং এটি একটি পরস্পরাজী বিভাগ।

যৌক্তিক বিভাগের নিয়ামাবলি

পঞ্চম নিয়ম : বিভাজ্য জাতিটির নাম বিভক্ত উপজাতিগুলোর প্রত্যেকের বেলায় প্রযোজ্য হতে উপজাতিগুলো যেহেতু জাতিরই অন্তর্ভুক্ত সেহেতু তাদেরকে জাতির নামেই আখ্যায়িত করা যায়। যেমন-মানুষ জাতিকে সৎ ও অসৎ-এ দু'টি উপজাতিতে ভাগ করলে এদের উভয়ের উপরই 'মানুষ' নামটি প্রযোজ্য হবে।

এ নিয়মটি লঙ্ঘন করলে অঙ্গগত ও গুণগত বিভাগ জনিত অনুপপত্তি ঘটে। যেমন-একটি মানুষকে হাত, পা, মাথা, চোখ ইত্যাদি অঙ্গে বিভক্ত করলে অথবা একটি মানুষকে তার সততা, বিদ্যা, চাতুর্য প্রভৃতি গুণে বিভক্ত করলে এদের কোন অংশের উপরই মানুষ নামটি প্রযোজ্য হয় না।

যৌক্তিক বিভাগের নিয়ামাবলি

ষষ্ঠ নিয়ম: ক্রমিক বিভাগে একটি জাতিকে তার সম্ভাব্য উপজাতিতে ভাগ করে অগ্রসর হতে হবে, মধ্যবর্তী কোন ধাপকে বাদ দেয়া চলবে না।

ক্রমিক বিভাগে আমরা কোন একটি বৃহত্তর জাতির বিভাগ থেকে শুরু করে ধাপে ধাপে ক্ষুদ্রতর উপজাতির দিকে অগ্রসর হই। এরূপ বিভাগে সবগুলো ধাপকেই উল্লেখ করতে হবে। মধ্যবর্তী কোন ধাপকেই বাদ দেয়া যাবে না। যেমন-জীব জাতিকে প্রথম ধাপে মানুষ ও অ-মানুষ উপজাতিতে বিভাগ করা যায়। তারপর এদের মধ্য থেকে মানুষ উপজাতিকে আবার দ্বিতীয় ধাপে অপেক্ষাকৃত ছোট সভ্য ও অ-সভ্য উপজাতিতে বিভাগ করা যায়।

এ নিয়মটি লঙ্ঘন করে আমরা যদি কোন মধ্যবর্তী স্তরকে বাদ দিয়ে বিভাগ করি, তাহলে বিভাগটি ভ্রান্ত হবে। এরূপ বিভাগকে 'উৎক্রান্তি বিভাগ' বা 'উল্লম্ফন বিভাগ অনুপপত্তি' বলে। যেমন-জীব জাতিকে সরাসরি সভ্য ও অসভ্য উপজাতিতে ভাগ করা। এখানে মধ্যবর্তী স্তরের মানুষ জাতির কথা উল্লেখ করা হয়নি।

THANK YOU

HSC
একাডেমিক কোর্স

যুক্তিবিদ্যা ২য় পত্র

অধ্যায়ঃ ০২ – যৌক্তিক বিভাগ

টপিক – ০৩ যৌক্তিক বিভাগের নিয়ম লঙ্ঘনজনিত অনুপপত্তিসমূহ

টপিক ০৩: যৌক্তিক বিভাগের নিয়ম লঙ্ঘনজনিত অনুপপত্তিসমূহ

This Topic is important for

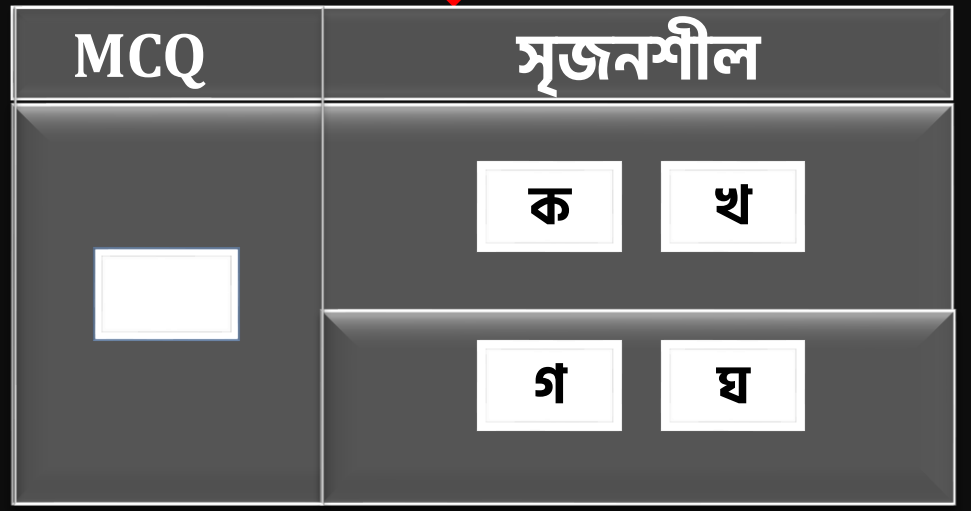

যৌক্তিক বিভাগের নিয়ম লঙ্ঘনজনিত অনুপপত্তিসমূহ

(ক) সংকর বিভাগ (Cross Division) :

সংকর বিভাগ একটি ত্রুটিপূর্ণ বিভাগ। বিভাগের দ্বিতীয় নিয়মটি লঙ্ঘন করলে এরূপ বিভাগের উৎপত্তি হয়। দ্বিতীয় নিয়মটি হলো-যৌক্তিক বিভাগে একই সময় একটি মাত্র বিভাগের মূল সূত্র থাকতে হবে। বিভাগের এ নিয়মটি অমান্য করে আমরা যদি একই বিভাগে একাধিক সূত্রের আশ্রয় নিয়ে বিভাগ করি, তাহলে বিভাগটি ভ্রান্ত হবে। এরূপ বিভাগের নাম সংকর বিভাগ অনুপপত্তি। যেমন- 'মানুষ' জাতিকে সৎ, জ্ঞানী ও ফর্সা এ তিনটি উপজাতিতে বিভাগ করা। এ বিভাগে একটির পরিবর্তে তিনটি বিভাগের সূত্রকে গ্রহণ করা হয়েছে। মানুষকে সৎ মানুষে ভাগ করার সময় 'সততা' সূত্রটিকে, জ্ঞানী মানুষে ভাগ করার সময় 'জ্ঞান' সূত্রটিকে এবং ফর্সা মানুষে ভাগ করার সময় 'বর্ণ' সূত্রটিকে গ্রহণ করা হয়েছে। সুতরাং বিভাগটি একটি ত্রুটিপূর্ণ সংকর বিভাগ।

যৌক্তিক বিভাগের নিয়ম লঙ্ঘনজনিত অনুপপত্তিসমূহ

(খ)অব্যাপক বিভাগ একটি ত্রুটিপূর্ণ বিভাগ। বিভাগের তৃতীয় নিয়ম লংঘন করলে এরূপ বিভাগের উদ্ভব ঘটে। তৃতীয় নিয়মটি হলো-বিভক্ত উপজাতিগুলোকে মিলিতভাবে বিভাজ্য জাতিটির সাথে সমব্যাপক হতে হবে। এ নিয়মটি লঙ্ঘন করার ফলে যদি কোন বিভাগে দেখা যায় যে, উপজাতিগুলোর সমষ্টিগত ব্যক্ত্যর্থ বিভাজ্য জাতিটির ব্যক্ত্যর্থ থেকে কম হয়েছে তাহলে বিভাগটি ত্রুটিপূর্ণ বলে বিবেচিত হবে এবং এরূপ ত্রুটির নাম অব্যাপক বিভাগ অনুপপত্তি। যেমন- মানুষকে যদি এশিয়াবাসী, ইউরোপবাসী, আফ্রিকাবাসী ও আমেরিকাবাসী এই চার ভাগে ভাগ করা হয়, তাহলে এ চারটি মহাদেশের মিলিত লোকসংখ্যা মানুষের সংখ্যার সাথে সমান হবে না, কম পড়ে যাবে। কারণ এ বিভাগে অস্ট্রেলিয়াবাসী মানুষকে বাদ দেয়া হয়েছে। সুতরাং এটি একটি অব্যাপক বিভাগ।

যৌক্তিক বিভাগের নিয়ম লঙ্ঘনজনিত অনুপপত্তিসমূহ

(গ) অতিব্যাপক বিভাগ (Too-Wide Division) :

অতিব্যাপক বিভাগ একটি ত্রুটিপূর্ণ বিভাগ। বিভাগের তৃতীয় নিয়মটি অমান্য করলে এরূপ বিভাগের সৃষ্টি হয়। তৃতীয় নিয়মটি হলো-বিভক্ত উপজাতিগুলোকে মিলিতভাবে বিভাজ্য জাতিটির সাথে সমব্যাপক হতে হবে। এ নিয়মটি লংঘন করার ফলে যদি কোন বিভাগে দেখা যায় যে, উপজাতিগুলোর মিলিত সংখ্যা বিভাজ্য জাতিটির সংখ্যা থেকে বেশি হয়েছে তাহলে বিভাগটিকে ত্রুটিপূর্ণ অতিব্যাপক বিভাগ বলে। অতিব্যাপক বিভাগে বিভক্ত উপজাতিগুলোর মধ্যে এমন একটি উপজাতি দেখানো হয় যেটি বাস্তবে বিভাজ্য জাতিটির অন্তর্ভুক্ত নয়। কাজেই উপজাতিগুলোর মিলিত ব্যক্ত্যর্থ বেশি হয়ে যায়। যেমন- মুদ্রাকে যদি স্বর্ণ-মুদ্রা, রৌপ্য-মুদ্রা, তাম্য-মুদ্রা, ব্রোঞ্জ-মুদ্রা, নিকেল-মুদ্রা, এলুমিনিয়াম-মুদ্রা ইত্যাদি এবং কাগজের নোট এসব উপজাতিতে ভাগ করা হয়, তাহলে উপজাতিগুলোর মিলিত সংখ্যা মুদ্রার সংখ্যা থেকে বেশি হয়ে যাবে। এর কারণ এ বিভাগে কাগজের নোটকে মুদ্রার অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। কিন্তু আসলে কাগজের নোট মুদ্রার অন্তর্ভুক্ত নয়। ফলে বিভাগটিতে উপজাতির মিলিত সংখ্যা জাতির সংখ্যাকেও ছাড়িয়ে যাচ্ছে। সুতরাং এটি একটি অতিব্যাপক বিভাগ।

যৌক্তিক বিভাগের নিয়ম লঙ্ঘনজনিত অনুপপত্তিসমূহ

(ঘ) পরস্পরাঙ্গী বিভাগ (Overlapping Division) :

পরস্পরাঙ্গী বিভাগ একটি ত্রুটিপূর্ণ বিভাগ। বিভাগের চতুর্থ নিয়ম লংঘন করলে এরূপ বিভাগের উদ্ভব ঘটে। চতুর্থ নিয়মটি হলো-যৌক্তিক বিভাগে উপজাতিগুলোকে পরস্পর বিচ্ছেদক হতে হবে যাতে এগুলো একে অপরের সাথে মিলেমিশে না যায়। এ নিয়মটি লঙ্ঘন করার ফলে যদি কোন বিভাগে দেখা যায় যে, উপজাতিগুলোর একটির সাথে অন্যটির সুনির্দিষ্ট কোন ব্যবধান নেই এবং তাদের একটির মধ্যে অন্যটি ঢুকে পড়তে পারে, তাহলে বিভাগটিকে ত্রুটিপূর্ণ পরস্পরাঙ্গী বিভাগ বলে। যেমন-মানুষকে সৎ, বুদ্ধিমান ও কালো মানুষে ভাগ করা। এখানে উপজাতিগুলো পরস্পর বিচ্ছেদক নয়। একটি উপজাতি থেকে অন্যান্য উপজাতি সম্পূর্ণ আলাদা নয়। একটি মানুষ একই সাথে একাধিক উপজাতির অন্তর্ভুক্ত হতে পারে। অর্থাৎ যে মানুষ সৎ সে-ই আবার বুদ্ধিমান হতে পারে বা কালো হতে পারে। সুতরাং বিভাগটি একটি পরস্পরাঙ্গী বিভাগ।

যৌক্তিক বিভাগের নিয়ম লঙ্ঘনজনিত অনুপপত্তিসমূহ

(ঙ) উৎক্রান্তি বিভাগ বা উল্লম্ফন বিভাগ (Division By Leap) :

উল্লম্ফন বা উৎক্রান্তি বিভাগ একটি ত্রুটিপূর্ণ বিভাগ। ক্রমিক বা ধারাবাহিক বিভাগের নিয়ম লংঘন করলে এরূপ বিভাগের সৃষ্টি হয়। ক্রমিক বিভাগের নিয়ম হলো কোন একটি বৃহত্তর জাতি থেকে বিভাগ শুরু করে ধাপে ধাপে ক্ষুদ্রতর উপজাতির দিকে অগ্রসর হতে হবে। কিন্তু ক্রমিক বিভাগে আমরা যদি কোন মধ্যবর্তী ধাপকে বাদ দিয়ে বিভাগ করি, তাহলে বিভাগটি ভ্রান্ত হবে। এরূপ বিভাগের নাম উৎক্রান্তি বিভাগ বা উল্লম্ফন বিভাগ। যেমন- মধ্যবর্তী 'মানুষ ও অপরাপর জীব' ধাপকে বাদ দিয়ে 'জীব' জাতিকে সরাসরি সৎ ও অসৎ উপজাতিতে ভাগ করা হলে বিভাগটি ভ্রান্ত হবে। এরূপ বিভাগকে উৎক্রান্তি বিভাগ বা উল্লম্ফন বিভাগ বলা হয়।

যৌক্তিক বিভাগের নিয়ম লঙ্ঘনজনিত অনুপপত্তিসমূহ

টীকা: যৌক্তিক বিভাগ বনাম অঙ্গগত ও গুণগত বিভাগ :

কোনো একটি নীতি বা সূত্রের উপর ভিত্তি করে একটি জাতি বা উচ্চতর শ্রেণীকে তার অন্তর্গত উপজাতি বা নিম্নতর শ্রেণীসমূহের মধ্যে বিভক্ত করার প্রক্রিয়াকে যৌক্তিক বিভাগ বলে। যেমন-'সততা' গুণটিকে বিভাগের সূত্র হিসেবে বিবেচনা করে মানুষ জাতিকে সৎ ও অ-সৎ উপজাতিতে ভাগ করা একটি যৌক্তিক বিভাগ।

অপরপক্ষে, কোন ব্যক্তি বা বস্তুকে তার অন্তর্গত বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ বা অংশসমূহের মধ্যে বিভক্ত করার প্রক্রিয়াকে অঙ্গগত বিভাগ বলে। অঙ্গগত বিভাগ একটি যৌক্তিক বিভাগ নয়। এতে একটি জাতিকে তার অন্তর্গত বিভিন্ন উপজাতিতে ভাগ করার বদলে একটি ব্যক্তি বা বস্তুকে তার অন্তর্গত অংশসমূহে ভাগ করা হয়। যেমন-একটি ঘরকে মেঝে, বারান্দা, দেয়াল, ছাদ ইত্যাদিতে ভাগ করা একটি অঙ্গগত বিভাগ।

আবার, কোন ব্যক্তি বা বস্তুকে তার অন্তর্গত গুণসমূহের মধ্যে বিভক্ত করার প্রক্রিয়াকে গুণগত বিভাগ বলে। গুণগত বিভাগও একটি যৌক্তিক বিভাগ নয়। এতে কোন জাতিকে তার অন্তর্গত উপজাতিতে ভাগ করার বদলে কোন ব্যক্তি বা বস্তুকে তার গুণসমূহে ভাগ করা হয়। যেমন-চিনিকে সাদাত্ব, মিষ্টিত্ব, কঠিনতা, উজ্জ্বলতা ইত্যাদিতে ভাগ করা একটি গুণগত বিভাগ।

যৌক্তিক বিভাগের নিয়ম লঙ্ঘনজনিত অনুপপত্তিসমূহ

যৌক্তিক বিভাগের সাথে অঙ্গগত ও গুণগত বিভাগের নিম্নের পার্থক্যগুলো লক্ষণীয় :

(১) যৌক্তিক বিভাগ কোন একটি নীতি বা সূত্রের উপর নির্ভর করে। কিন্তু অঙ্গগত বা গুণগত বিভাগে তেমন কোন যৌক্তিক নীতি বা সূত্র নেই।

(২) যৌক্তিক বিভাগে একটি জাতিকে তার অন্তর্গত উপজাতিতে ভাগ করা হয়। কিন্তু অঙ্গগত বিভাগে একটি ব্যক্তি বা বস্তুকে তার অন্তর্গত অংশসমূহে ভাগ করা হয়। আর গুণগত বিভাগে কোন ব্যক্তি বা বস্তুকে তার অন্তর্গত গুণসমূহে ভাগ করা হয়।

(৩) যৌক্তিক বিভাগে বিভাজ্য পদটির নাম বিভক্ত পদগুলোর ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। কিন্তু অঙ্গগত ও গুণগত বিভাগে বিভাজ্য পদের নাম বিভক্ত পদগুলোর বেলায় প্রযোজ্য নয়।

(৪) যৌক্তিক বিভাগে বিভাগের নিয়মগুলো প্রযোজ্য। কিন্তু অঙ্গগত ও গুণগত বিভাগে বিভাগের নিয়মগুলো প্রযোজ্য নয়।

THANK YOU

HSC
একাডেমিক কোর্স

যুক্তিবিদ্যা ২য় পত্র

অধ্যায়ঃ ০২ – যৌক্তিক বিভাগ

টপিক – ০৪ দ্বিকোটিক বিভাগ

টপিক ০৪: দ্বিকোটিক বিভাগ

This Topic is important for

MCQ	সৃজনশীল	
	ক	খ
	গ	ঘ

দ্বিকোটিক বিভাগ

যৌক্তিক বিভাগে আমরা একটি জাতিকে তার অন্তর্গত উপজাতিসমূহে ভাগ করি। এই বিভাগকরণ একটি সহজ-সরল প্রক্রিয়া নয়। তার কারণ বিভাগকে বেশ কয়েকটি নিয়মের উপর নির্ভর করতে হয়। এ নিয়মগুলো যথাযথভাবে পালন করতে হলে একটি জাতির অন্তর্গত খুঁটিনাটি সব বিষয়ে আমাদের ভালমত জ্ঞান থাকা দরকার। তা না হলে একটি জাতির অন্তর্গত সবগুলো উপজাতিকে উল্লেখ করা অসম্ভব হয়ে পড়ে। কাজেই দেখা যায় যে, যৌক্তিক বিভাগ একটি রূপগত প্রক্রিয়া হলেও এটা অনেকাংশে বাস্তব ভিত্তিক। এসব অসুবিধা দূর করার জন্যে রূপগত যুক্তিবিদেরা দ্বিকোটিক বিভাগ নামে একটি সহজ পন্থা আবিষ্কার করেছেন।কট ছিজণিত জাভান্ডা

দ্বিকোটিক বিভাগ

দ্বিকোটিক বিভাগের অর্থ হলো দু'ভাগে ভাগ করা। দ্বিকোটিক শব্দের ইংরেজি প্রতিশব্দ Dichotomy-এর অর্থ হল- Cutting into two parts বা দুই অংশে বিভক্ত করা। অর্থাৎ দ্বিকোটিক বিভাগ হল কোন জাতিকে তার অন্তর্গত দু'টি বিরুদ্ধ উপজাতিতে বিভক্ত করার প্রক্রিয়া। এরূপ বিভাগের প্রতি ক্ষেত্রে একটি বৃহত্তম জাতিকে মাত্র দু'টি উপজাতিতে ভাগ করা হয়। এদের একটি সদর্থক পদ বিশিষ্ট অপরটি নঞর্থক পদ বিশিষ্ট। এই বিভাগে একটি জাতিকে এমন দু'টি উপজাতিতে ভাগ করা হয় যাদের একটির মধ্যে একটি বিশেষ গুণ উপস্থিত। আর একটির মধ্যে উক্ত গণটি অনুপস্থিত। যেমন-

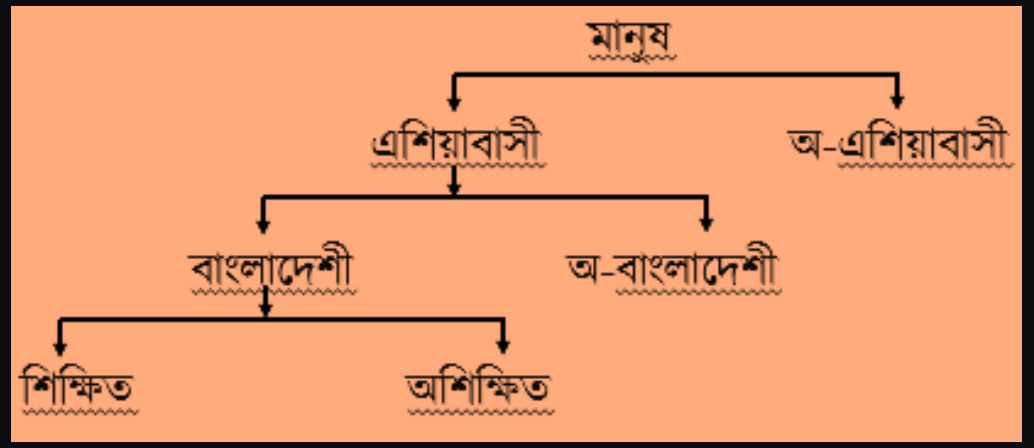

দ্বিকোটিক বিভাগ

দ্বিকোটিক বিভাগ একটি আকারগত প্রক্রিয়া। এক্ষেত্রে একটি জাতিকে দু'টি বিরুদ্ধ উপজাতিতে বিভক্ত করার সময় উপজাতি দু'টি সম্বন্ধে কোন বাস্তব জ্ঞানের প্রয়োজন হয় না। বিভাগের এ প্রক্রিয়াটি যুক্তিবিদ্যার দু'টি মৌলিক নিয়ম, যথা-বিরোধ নিয়ম (Law of Contradiction) এবং নির্মধ্যম নিয়ম (Law of Excluded Middle) এর উপর নির্ভরশীল। কাজেই প্রক্রিয়াটি একটি বৈধ ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত।

দ্বিকোটিক বিভাগ একটি সহজ-সরল প্রক্রিয়া। বিভাগের সবগুলো নিয়মই মোটামুটিভাবে এখানে পালিত হয়। এখানে প্রতি বিভাগে এক জোড়া বিরুদ্ধ পদ থাকে যারা পরস্পর বিচ্ছেদক। প্রতি বিভাগে একটিমাত্র সূত্র থাকে। এতে উপজাতিগুলো জাতির সাথে সমব্যাপক। আর জাতির নাম উপজাতির বেলায়ও প্রযোজ্য।

দ্বিকোটিক বিভাগ

দ্বিকোটিক বিভাগের সুবিধা :

(১) দ্বিকোটিক বিভাগে যৌক্তিক বিভাগের সবগুলো নিয়মই পালিত হয় বলে নিয়ম কানুনের দিক দিয়ে এ প্রক্রিয়াটি একটি নিখুঁত ও নির্ভুল প্রক্রিয়া। এতে বিভাগের কোন অনুপপত্তি ঘটার কোনই সম্ভাবনা থাকে না।

(২) দ্বিকোটিক বিভাগ একটি আকারগত প্রক্রিয়া বলে এতে বিভাগকরণের সময় উপজাতি সম্বন্ধে বাস্তব জ্ঞান না থাকলেও সঠিকভাবে তা সম্পন্ন করা যায়।

(৩) দ্বিকোটিক বিভাগ একটি সহজ-সরল প্রক্রিয়া বলে এর সাহায্যে আমরা একটি জাতিকে অনেক দূর পর্যন্ত বিভাগ করে অগ্রসর হতে পারি।

(৪) এ প্রক্রিয়াটি বিরোধ নিয়ম ও নির্মধ্যম নিয়মের উপর প্রতিষ্ঠিত বলে আকারগত যুক্তিবিদ্যার বিচারে একে একটি বৈধ প্রক্রিয়া বলা চলে।

দ্বিকোটিক বিভাগ

টীকা: সংজ্ঞা ও বিভাগ (Definition And Division):
অধিকাংশ পদেরই দু'টি দিক আছে। একটি হলো পদের ব্যক্ত্যর্থ, অপরটি হলো পদের জাত্যর্থ। ব্যক্ত্যর্থকে ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে বিভাগ এবং জাত্যর্থকে ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে সংজ্ঞা। বিভাগ বলে দেয় একটি জাতিবাচক পদের অধীনে কি কি ছোট ছোট পদ আছে। আর সংজ্ঞা বলে দেয় একটি পদের মধ্যে কি কি সাধারণ ও প্রয়োজনীয় গুণ আছে। সুতরাং একই পদের দু'টি ভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করে বলে বিভাগ ও সংজ্ঞার মধ্যে সম্পর্ক খুবই ঘনিষ্ঠ। বিভাগ ও সংজ্ঞা উভয়ে মিলে পদের সম্পূর্ণ অর্থকে প্রকাশ করে। এদিক থেকে চিন্তা করলে আমরা বলতে পারি যে, বিভাগ ও সংজ্ঞা একে অপরের পরিপূরক।
তাছাড়া, কোন পদের সঠিক সংজ্ঞা আমাদের জানা না থাকলে আমরা ঐ পদটিকে ঠিকমত বিভাগ করতে পারি না। ত্রিভুজ শ্রেণীটিকে বিভাগ করার আগে আমরা ত্রিভুজ পদের সংজ্ঞা জেনে নেই। তারপর কোন একটি সূত্রের উপর ভিত্তি করে ত্রিভুজকে তার বিভিন্ন উপ-শ্রেণীতে বিভক্ত করি। সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, সংজ্ঞা একটি মৌলিক প্রক্রিয়া, আর বিভাগ তার উপর নির্ভরশীল প্রক্রিয়া।

দ্বিকোটিক বিভাগ

দ্বিকোটিক বিভাগের অসুবিধা:

(১) দ্বিকোটিক বিভাগে প্রতি ধাপে যে নঞর্থক পদটি ব্যবহার করা হয় তা খুবই অস্পষ্ট ও অনির্দিষ্ট। কেননা, নঞর্থক উপজাতি সদর্থক উপজাতির বিরুদ্ধ পদ হলেও বাস্তব জগতে সেরূপ কোন উপজাতির অস্তিত্ব থাকে না।

(২) এ বিভাগ প্রক্রিয়ায় একটি জাতির অন্তর্গত সবগুলো উপজাতির সন্ধান পাওয়া যায় না। ফলে উপজাতি সম্পর্কে আমাদের জ্ঞান অসম্পূর্ণ থেকে যায়।

(৩) দ্বিকোটিক বিভাগ একটি দীর্ঘ প্রক্রিয়া। এর শেষ স্তর নিরূপণ করা একটা কঠিন ব্যাপার। ফলে এটি সীমাহীন।

(৪) একটি আকারগত প্রক্রিয়া বলে বাস্তবের সাথে এ প্রক্রিয়ার যোগাযোগ খুব কম। ফলে এর মাধ্যমে বাস্তব সত্যতা প্রতিফলিত হয় না।

THANK YOU

HSC
একাডেমিক কোর্স

যুক্তিবিদ্যা ২য় পত্র

অধ্যায়ঃ ০২ – যৌক্তিক বিভাগ

টপিক – ০৫ যৌক্তিক বিভাগের সীমাবদ্ধতা

টপিক ০৫: যৌক্তিক বিভাগের সীমাবদ্ধতা

This Topic is important for

MCQ	সৃজনশীল	
	ক	খ
	গ	ঘ

যৌক্তিক বিভাগের সীমাবদ্ধতা

যৌক্তিক বিভাগ বলতে আমরা বুঝি কোন একটি জাতিকে তার অন্তর্গত উপজাতিসমূহে বিভক্ত করা। বিভাগকরণ করার সময় আমরা কোন একটি সূত্রের উপর ভিত্তি করে একটি বড় শ্রেণীকে কয়েকটি ছোট শ্রেণীতে ভাগ করি। কিন্তু সবক্ষেত্রে এভাবে বিভাগকরণ সম্ভব নয়। ক্ষেত্রগুলো নিম্নরূপ:

(১) কোন বিশিষ্ট ব্যক্তি বা বস্তুর বিভাগ সম্ভব নয়। বিভাগে একটি জাতিকে তার অন্তর্গত উপজাতিসমূহে বিভাগ করা হয়। বিভাগ সব সময় জাতিবাচক বা শ্রেণীবাচক পদের মধ্যে সীমাবদ্ধ তাই কোন ব্যক্তি বা বস্তুর ক্ষেত্রে যৌক্তিক বিভাগ সম্ভব নয়। তাদের ক্ষেত্রে কেবল অঙ্গগত বিভাগ অথবা গুণগত বিভাগ সম্ভব। যেমন- কামাল, পদ্মা, হিমালয় ইত্যাদি বিশিষ্ট ব্যক্তি বা বস্তু। এরা শ্রেণীবাচক পদ নয় বলে এদের যৌক্তিক বিভাগ সম্ভব নয়। তবে এদের ক্ষেত্রে অঙ্গগত অথবা গুণগত বিভাগ সম্ভব

যৌক্তিক বিভাগের সীমাবদ্ধতা

(২) ক্ষুদ্রতম বা অপরতম উপজাতির যৌক্তিক বিভাগ সম্ভব নয়। ক্ষুদ্রতম উপজাতি হচ্ছে সর্বনিম্ন। উপজাতি। একে আর কোন নিম্নতর শ্রেণীতে ভাগ করা যায় না। ক্ষুদ্রতম উপজাতির কোন উপজাতি থাকে না। তাই তাকে কেবল তার অন্তর্গত বিভিন্ন ব্যক্তি বা বস্তুর মধ্যে বিভক্ত করা যায়, যৌক্তিকভাবে বিভাজন করা যায় না।

(৩) ব্যক্ত্যর্থহীন কোন পদের যৌক্তিক বিভাগ সম্ভব নয়। বিভাগ হচ্ছে শ্রেণীবাচক পদের ব্যক্ত্যর্থের বিশ্লেষণ। তাই যেসব পদ কোন ব্যক্ত্যর্থকে নির্দেশ করে না তাদের ক্ষেত্রে বিভাগ সম্ভব নেয়। গুণবাচক পদসমূহ, যথা-সততা, সাদাত্ব, মিষ্টত্ব ইত্যাদি জাত্যর্থকে প্রকাশ করলেও কোন ব্যক্ত্যর্থকে প্রকাশ করে না। অনুরূপভাবে মনের মৌলিক অনুভূতিসমূহ, যথা-সুখ, দুঃখ, প্রেম, বিরহ ইত্যাদি বিশেষ ধরনের গুণের ইঙ্গিত দিলেও কোন ব্যক্ত্যর্থের ইঙ্গিত দেয় না। তাই এরূপ পদকে যৌক্তিকভাবে বিভাজন করা যায় না।

(৪) বিশিষ্ট সমষ্টিবাচক পদের যৌক্তিক বিভাগ সম্ভব নয়। কেননা বিশিষ্ট সমষ্টিবাচক পদকে বিভক্ত করা হলে কোনো উপজাতি পাওয়া যায় না। তাই এরূপ পদকে যৌক্তিকভাবে বিভাজন করা যায় না।

যৌক্তিক বিভাগের সীমাবদ্ধতা

নিম্নে বিভাগের প্রকৃতি বিচারের কয়েকটি নমুনা দেয়া হলো:

১। নিম্নের বিভাগগুলোর প্রকৃতি বিচার কর।

(ক) একটি চেয়ারকে তার পায়া, হাতল, ছাউনি ইত্যাদিতে ভাগ করা।

উত্তরঃ এ বিভাগটি একটি অঙ্গগত বিভাগ, যৌক্তিক বিভাগ নয়। যৌক্তিক বিভাগের নিয়ম হচ্ছে বিভাগে যত সময় একটি জাতিবাচক পদকে তার অন্তর্গত উপজাতিবাচক পদে বিশ্বাস করতে হবে। এই নিয়ম অমান্য করে আমরা যদি কোনো ব্যক্তিক বস্তুকে তার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের মধ্যে বিভক্ত করি, তাহলে সেটি ত্রুটিপূর্ণ হবে। আলোচ্য বিভাগের তার একটি চেয়ারকে তার বিভিন্ন অঙ্গ অর্থাৎ পায়া, হাতল, ছাউনি ইত্যাদির মধ্যে ভাগ করা হয়েছে। যৌক্তিক বিভাগে সব সময় একটি জাতিকে তার অন্তর্গত বিভিন্ন উপজাতিতে ভাগ করা হয়। কিন্তু এখানে একটি বস্তুকে তার বিভিন্ন অঙ্গের মধ্যে ভাগ করা হয়েছে। সুতরাং বিভাগটি ত্রুটিপূর্ণ। এতে অঙ্গগত বিভাগ অনুপপত্তি ঘটেছে।

যৌক্তিক বিভাগের সীমাবদ্ধতা

(খ) ধাতুকে সাদা, ভারী ও মূল্যবান ধাতুতে ভাগ করা।

উত্তর: এই বিভাগটি একটি ত্রুটিপূর্ণ বিভাগ, যৌক্তিক বিভাগ নয়। বিজ্ঞানের দ্বিতীয় নিয়ম অনুসারে একটি বিভাগে একই সময় একটি মাত্র বিভাগের মূলসূত্র থাকতে হবে। এই নিয়ম অগ্রাহ্য করে আমরা যদি একই বিভাগের একাধিক মূলসূত্র ব্যবহার করি, তাহলে বিভাগটি ত্রুটিপূর্ণ হবে। আলোচ্য বিভাগে একই সময় একটির পরিবর্তে একাধিক বিভাগের সূত্র গ্রহণ করা হয়েছে। ধাতুকে সাদা, ভারী ও মূল্যবান ধাতুতে ভাগ করার সময় যথাক্রমে বর্ণ, ওজন ও মূল্য এ তিনটি ভিন্ন সূত্রের আশ্রয় গ্রহণ করা হয়েছে। সুতরাং বিভাগটি ত্রুটিপূর্ণ। এটি একটি সংকর বিভাগ, যৌক্তিক বিভাগ নয়।

যৌক্তিক বিভাগের সীমাবদ্ধতা

(গ) বইকে সস্তা, ঐতিহাসিক, কাব্য ও ধর্ম-সংক্রান্ত বইয়ে ভাগ করা।

উত্তর: এ বিভাগটি একটি ত্রুটিপূর্ণ বিভাগ, যৌক্তিক বিভাগ নয়। বিভাগের চতুর্থ নিয়ম হলো যৌক্তিক বিভাগে উপজাতিগুলোতে পরস্পর বিচ্ছেদ হতে হবে যাতে উপজাতিগুলোর একটি অপরটির সাথে মিলেমিশে না যায়। এ নিয়মটি লঙ্ঘন করার ফলে যদি দেখা যায় যে উপজাতিগুলোর মধ্যে সুনির্দিষ্ট কোনো ব্যবধান নেই এবং তাদের একটি অন্যটির মধ্যে ঢুকে পড়তে পারে, তাহলে বিভাগটি ত্রুটিপূর্ণ হবে। আলোচ্য বিভাগে উপজাতিগুলো পরস্পর বিচ্ছেদক নয়। এদের একটি অপরটির মধ্যে মিলেমিশে যেতে পারে। যে বই সস্তা তা আবার ঐতিহাসিক হতে পারে অথবা কাব্য হতে পারে অথবা ধর্ম-সংক্রান্ত বই হতে পারে। সুতরাং এটি একটি যৌক্তিক বিভাগ নয়। এটি ত্রুটিপূর্ণ। এতে পরস্পরাঙ্গী বিভাগ অনুপপত্তি ঘটেছে।

যৌক্তিক বিভাগের সীমাবদ্ধতা

সংকেতসহ কয়েকটি নমুনা দেওয়া হলো-

(ক) একটি কমলালেবুকে তার বর্ণ, গন্ধ, স্বাদ ও আকৃতিতে ভাগ করা।

সংকেত: একটি গুণগত বিভাগ, যৌক্তিক বিভাগ নয়। একটি কমলালেবুকে তার বিভিন্ন গুণের মধ্যে ভাগ করা হয়েছে

(খ) মনকে চিন্তা, অনুভূতি ও ইচ্ছায় ভাগ করা।

সংকেত: গুণগত বিভাগ, যৌক্তিক বিভাগ নয়। মনকে তার গুণসমূহের মধ্যে ভাগ করা হয়েছে।

(গ) মানুষকে সাদা, শিক্ষিত, সভ্য, বুদ্ধিমান প্রভৃতিতে ভাগ করা।

সংকেত: সংকর বিভাগ। কারণ একাধিক বিভাগের সূত্রকে গ্রহণ করা হয়েছে। অথবা পরস্পরাঙ্গী বিভাগ। কারণ-উপজাতিগুলো পরস্পর বিচ্ছেদক নয়।

(ঘ) ছাত্রকে নম্র, অলস, পরিশ্রমী এবং খেলোয়াড় ইত্যাদিতে ভাগ করা।

সংকেত: সংকর বিভাগ অথবা পরস্পরাঙ্গী বিভাগ।

(ঙ) বইকে পাতা, মলাট, অক্ষর, শব্দ ইত্যাদিতে ভাগ করা।

সংকেত: অঙ্গগত বিভাগ, যৌক্তিক বিভাগ নয়। বইকে তার অংশ বিশেষের মধ্যে ভাগ করা হয়েছে।

যৌক্তিক বিভাগের সীমাবদ্ধতা

(চ) পৃথিবীকে এশিয়া, ইউরোপ, আফ্রিকা ও আমেরিকায় ভাগ করা হয়েছে।
সংকেত : অঙ্গগত বিভাগ। পৃথিবীকে তার অংশসমূহের মধ্যে ভাগ করা হয়েছে।
(ছ) জীবকে সৎ ও অসৎ উপজাতিতে ভাগ করা।
সংকেত : উৎক্রান্তি বিভাগ। মধ্যবর্তী একটি ধাপকে বাদ দেয়া হয়েছে।
(জ) কলেজকে কলা, বিজ্ঞান ও আইন কলেজে ভাগ করা।
সংকেত : অব্যাপক বিভাগ। উপজাতিগুলোর মিলিত ব্যক্ত্যর্থ জাতির ব্যক্ত্যর্থ থেকে কম।
এগুলো ছাড়া আরও অন্য প্রকারের কলেজ আছে।

যৌক্তিক বিভাগের সীমাবদ্ধতা

নিম্নের বিভাগগুলোর প্রকৃতি বিচার করে দেখাও।

১। কলমকে ইস্পাত নির্মিত ও পালক নির্মিত কলমে ভাগ করা।
২। মানব জাতিকে পুরুষ, স্ত্রী এবং শিশুতে ভাগ করা।
৩। রেলগাড়িকে বাষ্পীয় ও বৈদ্যুতিক গাড়িতে ভাগ করা।
৪। প্রাণীকে মেরুদণ্ডী ও অ-মেরুদণ্ডী প্রাণীতে ভাগ করা।
৫। যুক্তিবিদ্যাকে পদ, যুক্তিবাক্য ও যুক্তিতে ভাগ করা।
৬। চিনিকে মিষ্টত্ব, শক্তত্ব, ঔজ্জ্বল্য ইত্যাদিতে ভাগ করা।
৭। ধর্মকে ইসলাম ধর্ম, হিন্দু ধর্ম, বৌদ্ধধর্ম ও খ্রিস্ট ধর্মে ভাগ করা।
৮। গ্রেট ব্রিটেনকে ইংল্যান্ড, স্কটল্যান্ড এবং ওয়েলস এ ভাগ করা।
৯। মানুষকে দেহ ও মনে ভাগ করা।
১০। মানুষকে সততা, সত্যবাদিতা, সাহস, একাগ্রতা ইত্যাদিতে ভাগ করা।

THANK YOU

HSC
একাডেমিক কোর্স

যুক্তিবিদ্যা ২য় পত্র

অধ্যায়ঃ ০২ – যৌক্তিক বিভাগ

টপিক – ০৬ বহুনির্বাচনী প্রশ্ন সমাধান

যৌক্তিক বিভাগ কোন ধরনের প্রক্রিয়া? [রাঃ বোঃ ২০১৭; ময়ঃ বোঃ ২০২২]

ক) লৌকিক
খ) মানসিক
গ)সামাজিক
ঘ) বৈজ্ঞানিক

'Dichotomy' শব্দটি দ্বারা কয় ভাগে ভাগ করা বোঝায় ?

ক) ৫
খ) ৪
গ) ৩
ঘ) ২

যৌক্তিক বিভাগ করা হয়- [যঃ বোঃ ২০১৭, ২০১৬]

ক)উচ্চতর জাতিকে
খ) উচ্চতর উপজাতিকে
গ) অবর জাতিকে
ঘ) অবর উপজাতিকে

'Dichotomy' শব্দটির উৎপত্তি হয়েছে গ্রিক শব্দ-

ক) Dicha থেকে
খ) Dakho থেকে
গ) Dicho থেকে
ঘ) Dicca থেকে

একই সময়ে একাধিক মূলনীতির ভিত্তিতে কোনো জাতিকে বিভক্ত করা হলে নিচের কোন অনুপপত্তিটি ঘটে?

ক) সঙ্কর বিভাগ
খ)অব্যাপক বিভাগ
গ) অতিব্যাপক বিভাগ
ঘ) উল্লম্ফন বিভাগ

বহুনির্বাচনী প্রশ্ন সমাধান

চতুর্ভুজকে সমবাহু এবং সমদ্বিবাহু চতুর্ভুজে বিভক্ত করা হলে নিচের কোন অনুপপত্তিটি ঘটবে? [যঃ বোঃ ২০১৭]

ক) পরস্পরাঙ্গী
খ) উল্লম্ফন
গ) অতিব্যাপক
ঘ) অব্যাপক

একটি গরুকে তার মাথা, শিং ও লেজ ইত্যাদিতে বিভক্ত করলে কোন ধরনের অনুপপত্তি ঘটে?

ক. ক্রমিক বিভাগ
খ) সংকর বিভাগ
গ) অঙ্গগত বিভাগ
ঘ. গুণগত বিভাগ

একটি জাতিকে দুটি বিরুদ্ধ উপজাতিকে ভাগ করলে নিচের কোনটি হবে?[দিনাঃ বোঃ ২০১৬]

ক) দ্বিকোটিক বিভাগ
খ) গুণগত বিভাগ
গ) অঙ্গগত বিভাগ
ঘ) অতিব্যাপক বিভাগ

কোন বিষয়টির যৌক্তিক বিভাগ সম্ভব নয়?[চট্টঃ বোঃ ২০১৯]

ক) পরতম জাতি
খ) অপরতম উপজাতি
গ) জাত্যর্থহীন উপজাতি
ঘ) সামান্য পদ

বহুনির্বাচনী প্রশ্ন সমাধান

যদি একটি আমকে রূপ, রস, গন্ধ, স্বাদ ইত্যাদি অংশে বিভক্ত করা হয় তাহলে কোন ধরনের অনুপপত্তি ঘটে? [রাঃ বোঃ ২০১৬]

ক.অঙ্গগত বিভাগ
খ.গুণগত বিভাগ
গ.অব্যাপক বিভাগ।
ঘ. অতিব্যাপক বিভাগ

'সভ্যতা'কে মূলসূত্র ধরে মানুষ শ্রেণিকে কয়টি উপশ্রেণিতে ভাগ করা যায়?[যঃ বোঃ ২০১৬]

ক.একটি
খ.দুটি
গ.তিনটি
ঘ. চারটি

যৌক্তিক বিভাগে একই সময়ে একটি মাত্র মূলসূত্র গ্রহণ না করলে কোন বিভাগ অনুপপত্তি ঘটে?
[রাঃ বোঃ ২০২২; যঃ বোঃ ২০১৬]

ক.অঙ্গগত।
খ.গুণগত
গ.সংকর
ঘ.উল্লম্ফন

দিকোটিক বিভাগ কী ধরনের প্রক্রিয়া?

ক. বস্তুগত।
খ. আকারগত
গ.বৈজ্ঞানিক
ঘ.লৌকিক

THANK YOU

HSC
একাডেমিক কোর্স

যুক্তিবিদ্যা ২য় পত্র

অধ্যায়ঃ ০২ – যৌক্তিক বিভাগ

টপিক – ০৭ সৃজনশীল প্রশ্ন সমাধান

সৃজনশীল প্রশ্ন সমাধান

গনি মিয়া একজন গরিব কৃষক। পৈত্রিক সূত্রে পাওয়া কয়েক খণ্ড জমিই তার সম্বল। অল্প জমিতে অধিক ফসল পাওয়ার আশায় তিনি জমিগুলোকে উর্বরতার ভিত্তিতে দু'ভাগে ভাগ করে উর্বর জমিতে তরমুজ এবং অনুর্বর জমিতে পুকুর খনন করে মাছ চাষ করলেন। তরমুজের ফলন খুব ভালো হয়েছে। তিনি তরমুজগুলোকে তাদের আকার, আকৃতি ও রঙের ভিত্তিতে ভাগ করেন। [ঢাঃ বোঃ ২০১৯]

(ক) যৌক্তিক বিভাগ কী?

(খ) অতিব্যাপক বিভাগ অনুপপত্তি কখন ঘটে?

(গ) উদ্দীপকে গনি মিয়ার জমি ভাগ করার পদ্ধতি যৌক্তিক বিভাগের কোন নিয়মের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ? ব্যাখ্যা কর।

(ঘ) তুমি কি মনে কর, তরমুজ ভাগ করার ক্ষেত্রে গনি মিয়া যৌক্তিক বিভাগের যথার্থ নিয়ম পালন করেছে? পাঠ্য বিষয়ের আলোকে যুক্তি দেখাও।

সৃজনশীল প্রশ্ন সমাধান

দৃশ্যকল্প-১: বর্তমানে বাংলাদেশে বসবাসকারী মোট জনসংখ্যার ৮০% মুসলিম এবং ২০% অমুসলিম।

দৃশ্যকল্প-২: সজলপুর গ্রামে বসবাসকারী মানুষের মধ্যে আজিজ হলো সবচেয়ে সৎ, মেধাবী, সুখী ও ধার্মিক ব্যক্তি।

দৃশ্যকল্প-৩: মানুষের হাত, পা, চোখ, কান, নাক ও চুল রয়েছে।

[দি নাঃ বোঃ ২০১৯]

(ক) 'Dichotomy' শব্দটি কোন দুটি গ্রিক শব্দ থেকে উদ্ভুত?

(খ) দ্বিকোটিক বিভাগের সুবিধাগুলো লিখ।

(গ) দৃশ্যকল্প-২ এ যৌক্তিক বিভাগের কোন নিয়মের লঙ্ঘন ঘটেছে?

(ঘ) দৃশ্যকল্প-২ ও দৃশ্যকল্প-৩ এ যৌক্তিক বিভাগের যে দুটি অনুপপত্তি ঘটেছে সেগুলো আলোচনা কর।

সৃজনশীল প্রশ্ন সমাধান

মহাবিদ্যালয়ের একাদশ শ্রেণির শিক্ষার্থী সানজিদা আক্তারকে তার শিক্ষক বাংলাদেশকে বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যে ভাগ করতে বললেন। সানজিদা লক্ষ করল যে, প্রশাসনিকভাবে বাংলাদেশকে কয়েকটি বিভাগে, বিভাগকে জেলায়, জেলাকে উপজেলায় এবং উপজেলাকে কয়েকটি ইউনিয়নে ভাগ করা হয়েছে। সানজিদা প্রশাসনিক ও ভৌগোলিকভাবে এ দেশকে বিভক্ত করতে পারলেও এদেশের মানুষের সুখ, দুঃখ, আনন্দ, বেদনা, চেতনা, - অনুভূতি ইত্যাদিকে বিভক্ত করতে অপারগ হলো।

(ক) উল্লম্ফন বিভাগ কী?

(খ) 'মহাবিদ্যালয় হলো একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান'- বাক্যে প্রযোজ্য সংজ্ঞাটি ব্যাখ্যা কর।

(গ) উদ্দীপকে বাংলাদেশের কোন ধরনের যৌক্তিক বিভাগ লক্ষ করা যায়? বর্ণনা কর।

(ঘ) বাংলাদেশের মানুষের সুখ, দুঃখ, অনুভূতি, চেতনা ইত্যাদিকে বিভক্ত করতে না পারায় সানিজদার ব্যর্থতাকে কীভাবে মূল্যায়ন করবে তা দেখাও।

THANK YOU